OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 445 - 455
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

লোককথা বিশ্লেষণে টাইপ ও মোটিফ সূচির অনন্যতা

সনজিৎ কুমার দাস
গবেষক, লোকসংস্কৃতি বিভাগ
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : sanajitbeng111@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Folktale,
Type index,
Motif index,
Features,
Classification.

Abstract
Almost all nations and tribes have their own traditional folktales which have been passed down orally from generation to generation in the world. The renaissance in the 19th century led to a worldwide increase of interest in folk culture, and the collection of folktales was started. The Grimm Brothers, pioneers of this genre, began this effort with their collection of Kinder-und-Hausmarchen. However, simply collecting and compiling folktales is not enough, a scientific method is needed to analyze the folktales. In addition to various methods such as comparative, historical-geographical, psychoanalytic, historical materialist, nationalist, anthropological, etc., the type index and motif indexing methods introduced by Anti Arne and Stith Thomson opened up a new horizon in the second decade of the 20th century. Through this method, a folktale is possible to be read not only as a story but also as a cultural document. This method is helpful for the analysis of literature, anthropology, sociology, and psychology. Following this method, scientific classification of folk tales has been possible in many countries. But, in multilingual and multicultural countries like India, such a type and motif index has not yet been applied. If an Indian researcher works deeply on this issue, it will create a new avenue of research on folktales not only in India but also in the research done worldwide on the folktale. Although the type and motif index are a groundbreaking discovery in the research on folktales, it is necessary to modernise and reform it according to the current diverse reality.

Discussion

লোকসমাজের যৌথমনস্কতার এক অনন্য প্রকাশ ঘটেছে সংশ্লিষ্ট সমাজের 'Folk narratives' বা লোক আখ্যানে। পৃথিবীর প্রায় সব জাতি ও গোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী লোককথা রয়েছে। তবে সেই লোককথাগুলি কিছু ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আবার কিছু ক্ষেত্রে সুদীর্ঘ কাহিনির হয়। সময়ের ধারায় এই লোককথাগুলি সমাজের অভ্যন্তরে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চর্চিত ও প্রচারিত হয়েছে। তবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্বজুড়ে নবজাগরণের ফলে সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে জানার আগ্রহ অনেক বেড়ে যায়। যার ফলে নানা দেশে শুরু হয় লোকসংস্কৃতি ও লোককথা সংগ্রহের কাজ। এই ধারার পথিকৃত ছিলেন গ্রিম ভাতৃদ্বয়— জেকব ল্যুডউইগ কার্ল গ্রিম ও উইলহেলম কার্ল গ্রিম। তাঁরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক লগ্নে জার্মানির কৃষকদের

মৌখিক লোককথার সংকলন Kinder-und-hausmarchen এর প্রথম খণ্ড ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন এবং দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন। তবে শুধুমাত্র লোককথা সংগ্রহ ও সংকলন করলে তার প্রকৃত মূল্যায়ন সম্ভব নয়; এর জন্য প্রয়োজন বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ। তাই লোককথাগুলির যথার্থ বিশ্লেষণের জন্য নানা তত্ত্বনির্ভর পদ্ধতির জন্ম হয়। এই পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— তুলনামূলক পদ্ধতি, ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতি, মনোসমীক্ষাগত পদ্ধতি, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী পদ্ধতি, জাতীয়তাবাদী পদ্ধতি, নৃবিজ্ঞানগত পদ্ধতি ও রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি। তবে প্রতিটি পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে এবং সেইসব সীমাবদ্ধতার পরিপ্রেক্ষিতে একটির পর একটি নতুন পদ্ধতির আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে অ্যান্টি আর্নে (বা এন্টি আর্নে) ও স্টিথ থমসনের টাইপ সূচি এবং মোটিফ সূচি প্রবর্তনের মাধ্যমে লোককথা বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই টাইপ ও মোটিফ সূচি আজও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লোককথা গবেষণায় এক অপরিহার্য পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, এবং লোকসংস্কৃতি অধ্যয়নের এক দৃঢ় ভিত্তি হিসেবে কাজ করে চলেছে।

টাইপ : সপ্তদশ শতাব্দী থেকে ফিনল্যান্ডে লোকসংস্কৃতি চর্চার সূচনা হয় ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীতের একটি সংকলন ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে। এরপর ১৭০২ সালে চার্চের একজন পুরোহিত এইচ. ফ্লোবিনাস প্রবাদ সংগ্রহ প্রকাশের মাধ্যমে এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যায়। ১৭৩৩ সালে জি. ম্যাক্সেনিয়াস ঐন্দ্রজালিক লোকসংগীতের আরও পাঁচটি সংগ্রহ প্রকাশ করেন, যা লোকসংস্কৃতি গবেষণার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন হিসেবে বিবেচিত। ১৭৬৬ থেকে ১৭৭৮ সালের মধ্যে এইচ. জি. পোরথান 'ডি পোয়েসি ফেনিকা' শীর্ষক গ্রন্থের পাঁচটি খণ্ড প্রকাশ করেন। খ্রিস্টিয়ান গানানডারও লোকসংস্কৃতি চর্চায় অসামান্য অবদান রাখেন— তিনি ১৭৮৩ সালে ধাঁধা, ১৭৮৪ সালে পশুকথা ও ১৭৮৯ সালে 'মিথোলজিয়া ফেনিকা' নামে লোকপুরাণের একটি বিশিষ্ট সংগ্রহ প্রকাশ করেন। তবে সেই সময় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন চিকিৎসক জেড. টোপোলিয়াস। তিনি ১৮২২ থেকে ১৮৩১ সালের মধ্যে ফিনল্যন্ডের নানা অঞ্চলে ঘুরে লোকসংগীত সংগ্রহ করেন এবং তার ফলস্বরূপ পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ লোকসংগীত সংকলন প্রকাশ করেন। এরপর পৃথিবীর প্রথম লোকসংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি' গড়ে উঠে ফিনল্যান্ডে ১৮৩১ সালে। এই সোসাইটি থেকে ১৮৩৫ সালে লোন্‌রোট সম্পাদিত 'কালেভালা' বীরগাথার প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া ১৮৩৬ সালে 'ফিনিশ লিটারারি সোসাইটি' দেশের মানুষের কাছে আবেদন জানায়— দেশের প্রতিটি মানুষের সাধ্যানুযায়ী তারা যেন লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ করে সংস্থার কাছে পাঠিয়ে দেয়। দেশপ্রেমিক মানুষ ও নিষ্ঠাবান গবেষক ছাত্রদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ফিনল্যান্ডের লক্ষ লক্ষ লৌকিক উপাদান সংগৃহীত হয়, যার ফলে গড়ে ওঠে এক বিশাল ও সমৃদ্ধ লোককথার ভান্ডার। এই বিপুল সংগ্রহের যথাযথ শ্রেণিবিন্যাসের প্রয়োজন অনুভব করেন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক পদ্ধতির প্রবর্তক জুলিয়াস ক্রোনের সুযোগ্য পুত্র কার্লে ক্রোন। তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব অর্পণ করেন বিশিষ্ট লোককথা বিশারদ অ্যান্টি আর্ণেকে। অ্যান্টি আর্নের এই প্রয়াসে সহযোগিতা করেন হেলসিংকির অসকার হ্যাকম্যান, কোপেনহেগেনের অ্যাক্সেল ওল্‌রিক, বার্লিনের জোহানেস বোল্‌ট এবং লুন্ডের সি. ডাবলিউ. ফন সাইডো। তাঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় প্রস্তুত হয় টাইপ সূচি। যদিও এই পদ্ধতির মূল উদ্ভাবক হিসেবে অ্যান্টি আর্নের নাম স্বীকৃত, তবুও এর পেছনে যে যৌথ ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা রয়েছে তার কথা অস্বীকার করা যায় না।

অ্যান্টি আর্নে ১৯১০ সালে প্রকাশ করেছিল 'ভারজেইক্‌নিস ভার মারচেনটাইপেন' (এফ এফ সি ৩), এতে তিনি ইউরোপীয় ঐতিহ্যের সমস্ত উল্লেখযোগ্য লোককথার শ্রেণিবিন্যাস করেছিলেন এবং প্রতিটি লোককথার একটি টাইপ নির্ধারণ করেছিলেন। এরপর ফিনল্যান্ডের সমস্ত লোককথার টাইপ এফ এফ সি ৫ ও ৩৩ সংখ্যায়, এস্তোনীয় লোককথা এফ এফ সি ২৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। ১৯২৫ সাল পর্যন্ত আর্ণে ৮টি টাইপ সূচী শেষ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে অ্যান্টি আর্ণের মৃত্যু হওয়ার পর ১৯২৬ সালে টাইপ তালিকার অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে স্টিথ টমসনকে টাইপ সূচির পরিবর্ধন ও সম্পূর্ণ করতে অনুরোধ জানানো হয়। দুই বছরের নিরলস পরিশ্রমের পরে আর্নের প্রণীত তালিকার পরিবর্ধন ও পূর্ণতা দান করেন স্টিথ টমসন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁদের যুগ্ম কৃতিত্বে রচিত 'The Types of the Folktale', যা লোককথা

গবেষণার জগতে অমর নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। পরবর্তীকালে স্টিথ থম্পসন টাইপ সূচীকে আরও ২বার (১৯২৮ ও ১৯৬১ সালে) পরিমার্জনা করেছিলেন। তবে পরবর্তীকালে যে টাইপ সূচি প্রণীত হয়, তার মূলভিত্তি হিসেবে এই 'The Types of the Folktale' গ্রন্থকে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আর্নে-টমসন এর এই বিজ্ঞান ভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, স্পেন, লিথুয়ানিয়া-এর লোককথার টাইপ সূচি প্রকাশিত হয়। ভারতবর্ষ একটি বহুসাংস্কৃতিক ও বৈচিত্র্যময় দেশ, যেখানে প্রতিটি অঞ্চলের অসংখ্য পৃথক গোষ্ঠী প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে নিজস্ব ঐতিহ্যবাহী লোককথা ধারণ ও পরিবেশন করে আসছে। যদিও কিছু লোককথা অনেক সময় বিক্ষিপ্তভাবে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়েছে। এবং কোথাও কোথাও সেগুলির টাইপ নির্ণয়ের উদ্যোগ দেখা গেছে, কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলের লোককথাগুলিকে একত্রে সংগ্রহ করে তার টাইপ নির্ধারণের মাধ্যমে তুলনামূলক আলোচনার একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা আজও গৃহীত হয় নি।

টাইপের সংজ্ঞা : টাইপ সম্বন্ধে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। তবে টাইপ সম্পর্কে প্রথমে এন্টি আর্নে বলেছেন—

> "A type is a traditional tale that has an independent existence. It may be told as a complete narrative and does not depend for its meaning on any other tale, but the fact that it may appear along attests its independence. It may consist of only one motif or of many. Most animal tales and jokes and anecdotes are types of one motif. The ordinary Marchen are types consisting of many of them."[১]

পরবর্তীকালে স্টিথ টমসন টাইপের তালিকাকে সমৃদ্ধ করলেও এন্টি আর্নের টাইপের এই সংজ্ঞাকে তিনি মেনে নিয়েছিলেন। দিব্যজ্যোতি মজুমদার টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন –

> "একটি লোককথা অতি সরল কিংবা জটিল হতে পারে, কিন্তু কথক যখন এই লোককথা বলবেন তখন দেখা যাবে একটি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র মেজাজ এর মধ্যে রয়েছে – এটাই টাইপ।"[২]

ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন –

> "টাইপ হল লোককাহিনির চরিত্র এবং ঘটনাগত বৈশিষ্ট্যজাত নিজস্বতার পরিচয়-সূচক সংখ্যা।"[৩]

ডঃ তুষার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> "টাইপ একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্ত্বাবিশিষ্ট লোককথা, যার অর্থ ব্যাখ্যা অনুশীলনে অন্য কোন কাহিনির উপর নির্ভর করতে হয় না। মৌখিক ধারায় অপর কাহিনির সঙ্গে মিশ্রিত হলেও, যে লোককথা স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে বেঁচে থাকে বা ঐতিহ্য অনুসারে বিবর্তিত হয় তাই লোককথার বিশিষ্ট টাইপ হিসেবে পরিগনিত হয়।"[৪]

ডঃ মযহারুল ইসলাম টাইপের সংজ্ঞায় বলেছেন –

> "টাইপ বলতে আমরা বুঝবো এক একটি কাহিনির বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে যে বৈশিষ্ট্য তাকে অন্য একটি কাহিনি থেকে স্বতন্ত্র অবয়ব, কাহিনি ও মেজাজ দান করে। পৃথিবীতে যত লোককাহিনি প্রচলিত আছে তার প্রত্যেকটি আপন আপন নিজস্বতায় একক - এই এককতাই তার টাইপ।"[৫]

দেখা যাচ্ছে এন্টি আর্নে টাইপ সম্পর্কে যে কথা বলেছেন- পরবর্তীকালে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ সেই একই কথাকে একটু অন্যভাবে বলার চেষ্টা করেছেন। তাই লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মতামত পর্যালোচনা করে টাইপ সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ হয় তা হল— লোককথার স্বতন্ত্র রূপ ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে টাইপ হল মেরুদণ্ড স্বরূপ উপাদান, যা কাহিনিকে তার নিজস্ব পরিচয় ও স্বকীয়তা প্রদান করে।

টাইপের বৈশিষ্ট্য :

- একটি লোককথার মূল বা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার টাইপ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

- টাইপ হল লোককথার এক স্বাধীন বৈশিষ্ট্য, যার সাহায্যে কোনও লোককথাকে অন্যান্য লোককথা থেকে আলাদা করা যায়।
- টাইপ অপরিবর্তিত। কোন লোককথার কাহিনির কিছু কিছু অংশ পরিবর্তিত হতে পারে, কিন্তু কাহিনির মূল কথা বা টাইপ অপরিবর্তিত থাকে।
- টাইপ হল কোন লোককথার নিরপেক্ষ বিবৃতি।
- টাইপের সাহায্যে কোন লোককথার সম্ভাব্য উৎসস্থান নির্ণয় করা সম্ভব।
- টাইপের সাহায্যে কোন লোককথা সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে তা নির্ণয় করা সম্ভব।

এন্টি আর্নে ও স্টিথ টমসনের টাইপ সূচি :

১। জীবজন্তু সম্পর্কিত লোককথা (১-২৯৯)
২। সাধারণ লোককথা (৩০০-১১৯৯)
৩। রসিকতা ও পারিবারিক লোককথা (১২০০-১৯৯৯)
৪। ছকে বাঁধা লোককথা (২০০০-২৩৯৯)
৫। অনির্ধারিত শ্রেণির কাহিনি (২৪০০-২৪৯৯)

১। জীবজন্তু সম্পর্কিত লোককথা (১-২৯৯)

- বনের জীবজন্তু (১-৯৯)
- বন্য পশু ও গৃহপালিত পশু (১০০-১৪৯)
- মানুষ ও বন্য জীবজন্তু (১৫০-১৯৯)
- গৃহপালিত পশু (২০০-২১৯)
- পাখি (২২০-২৪৯)
- মাছ (২৫০-২৭৪)
- অন্যান্য প্রাণী ও বস্তু (২৭৫-২৯৯)

২। সাধারণ লোককথা (৩০০-১১৯৯)

- জাদু বা ঐন্দ্রজালিক কাহিনি (৩০০-৩৪৯)
- অলৌকিক বাধা (৩৫০-৩৯৯)
- অলৌকিক বা মোহময় স্বামী (মোহময়ী স্ত্রী) ও অন্যান্য আত্মীয় (৪০০-৪৫৯)
- অস্বাভাবিক বা অলৌকিক কার্য, অসাধ্য সাধন (৪৬০-৪৯৯)
- অলৌকিক সাহায্যকারী ও সাহাজ্যকারিণী (৫০০-৫৫৯)
- জাদু বা ঐন্দ্রজালিক বস্তু (৫৬০-৬৪৯)
- অলৌকিক শক্তি বা জ্ঞান (৬৫০-৬৯৯)
- অন্যান্য অলৌকিক কাহিনি (৭০০-৭৪৯)
- ধর্মীয় বা নীতিমূলক কাহিনি (৭৫০-৮৪৯)
- রোমাঞ্চকর বা রোমান্টিক কাহিনি (৮৫০- ৯৯৯)
- বোকা রাক্ষসের কাহিনি (১০০০-১১৯৯)

৩। রসিকতা ও পারিবারিক লোককথা (১২০০-১৯৯৯)

- বোকার গল্প (১২০০-১৩৪৯)
- স্বামী-স্ত্রী বিষয়ক গল্প (১৩৫০-১৪৩৯)

- একজন নারীর (বালিকা) কাহিনি (১৪৪০-১৫২৪)
- একজন পুরুষের (বালক) কাহিনি (১৫২৫-১৮৭৪)
- মিথ্যাবাদীর কাহিনি (১৮৭৫-১৯৯৯)

৪। ছকে বাঁধা লোককথা (২০০০-২৩৯৯)

- বিভিন্ন সংখ্যা বা বস্তুমূলক কাহিনি (২০০০-২০১৩)
- বিবাহ-সম্পৃক্ত কাহিনি (২০১৪-২০২০)
- মৃত্যু-সম্পৃক্ত কাহিনি (২০২১-২০২৪)
- কোথাও কিছু খাওয়ার সূত্রে পরস্পর নিঃসম্পর্কিত লোকেদের নিয়ে কাহিনি (২০২৫-২০২৮)
- ধরতাই গল্প (২০২৯-২২৪৯)
- অসমাপ্ত গল্প (২২৫০-২২৯৯)

- অন্য ধরনের ছকে বাঁধা কাহিনি (২৩০০-২৩৯৯)

৫। অনির্ধারিত শ্রেণির কাহিনি (২৪০০-২৪৯৯) : এছাড়া নতুন কোন টাইপ আবিষ্কৃত হলে যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য স্টিথ টমসন টাইপ সূচির ২৪৯৯টি সংখ্যাকে ক, খ, গ, ঘ হিসাবে বাড়িয়ে নেওয়ার কথা বলেছেন। ফলে ১৯৬০ সালে যখন এফ এফ কমিউনিকেশন সংখ্যা ১৮০ তে স্টিথ টমসন ও ওয়ারেন ই. রবার্টস 'টাইপস অব ইন্ডিক ওরাল টেলস' গ্রন্থে ভারতবর্ষের লোককথার টাইপ সূচি করতে গিয়ে নতুন কিছু টাইপের সন্ধান পেয়েছিলেন তখন তিনি সেগুলিকে ক, খ, গ, ঘ সংখ্যা দিয়ে শ্রেণিভুক্ত করেছিলেন।[৬]

৪.১.২ মোটিফ : ১৯১০ সালে অ্যান্টি আর্নে যখন টাইপ সূচি প্রকাশ করলেন, তখন তিনি মোটিফের গুরুত্ব উপলব্ধি করলেন। তাই অ্যান্টি আর্নে টাইপ সূচি গ্রন্থের ভূমিকায় বললেন—

> "So far as possible a complete narrative has seved as a basis for each type. It might also naturally be conceivable to work out a classification of separate episodes and motifs, yet this would have necessitated such a cutting into pieces of all complete folktales that the scholar would be able to make a much more limited use of the classification."[৭]

ফলে ১৯১০ সালের পর থেকে মোটিফ সূচি রচনার কাজ বিচ্ছিন্নভাবে চলতে থাকে। আর স্টিথ টমসন অ্যান্টি আর্নের টাইপ সূচি সম্প্রসারণ ঘটাবার সময় থেকে মোটিফ সূচির কাজ শুরু করেন। ১৯৩২ সাল থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে স্টিথ টমসন প্রকাশ করতে থাকে মোটিফ সূচি। এইসব তালিকা প্রকাশিত হল হেলসিংকির এফ এফ কমিউনিকেশন সংখ্যা ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১৬ ও ১১৭ এবং ইন্ডিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় স্টাডিস সংখ্যা ৯৬, ৯৭, ১০০, ১০১, ১০৫, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১ এবং ১১২ তে। পরবর্তী সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা এইসব তালিকাকে একত্র করে ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হয় টমসনের বিশ্ব বিখ্যাত 'মোটিফ ইনডেক্স অব ফোক লিটারেচার' গ্রন্থ।

মোটিফের সংজ্ঞা : মোটিফের সংজ্ঞা নির্ধারণে স্টিথ টমসন বলেছেন –

> "A motif is the smallest element in a tale having a power to persist in tradition. In order to have this power it must have something unusual and striking about it."[৮]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্টিথ টমসনের পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদ মোটিফ সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দিয়েছেন। যেমন— দিব্যজ্যোতি মজুমদার মোটিফ সম্বন্ধে বলেছেন –

> "পৃথিবীর সমস্ত জনগোষ্ঠীতে লক্ষ-কোটি লোককথা ছড়িয়ে আছে। এদের অধিকাংশের উৎপত্তি মৌখিক ঐতিহ্য থেকে। প্রত্যেকটি লোককথায় এক বা একাধিক মূল বিষয় আছে। এই মূল বিষয়কে বলে মোটিফ।"[৯]

ড. তুষার চট্টোপাধ্যায় মোটিফ সম্বন্ধে বলেছেন –

> "মোটিফ হল লোককথার অভ্যন্তরিন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসাধারণ বা আকর্ষণীয় মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান যা ঐতিহ্যের মধ্যে বেঁচে থাকে এবং কথকের প্রভাবে বা কালের প্রভাবে পরিবর্তিত হয় না।"[১০]

ড. পল্লব সেনগুপ্ত মোটিফের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন –

> "মোটিফ হল একটি কাহিনির ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ, যারা সমন্বিত হয়ে এক-একটি কাহিনি গোড়ে তোলে। এরা হল দেশকাল-নিরপেক্ষ কতকগুলি অনু-লক্ষন, যাদের কিছু পরিমানে 'অ-সাধারনত্ব' থাকতেই হবে। 'হেঁটে যাওয়া' মোটিফ নয়, কিন্তু 'অদৃশ্য হয়ে হেঁটে যাওয়া' মোটিফ।"[১১]

ড. মযহারুল ইসলাম মোটিফ সম্বন্ধে বলেছেন –

> "মোটিফ একটি লোককাহিনির খণ্ড খণ্ড মৌলিক গল্পাংশ যা সমগ্র কাহিনিকে অখণ্ড সূত্রে গড়ে তোলে।"[১২]

লোকসংস্কৃতিবিদদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে মোটিফ সম্বন্ধে বলা যায় – মোটিফ হল লোককথার আকর্ষণীয় মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান, যা কালের প্রবাহেও অপরিবর্তিত থেকে কাহিনিকে প্রাণবন্ত ও জীবন্ত করে রাখে।

মোটিফের বৈশিষ্ট্য :

১. মোটিফ হল লোককথার অভ্যন্তরিন আকর্ষনীয় মৌলিক ক্ষুদ্রতম উপাদান।
২. একটি লোককথার মধ্যে এক বা একাধিক মোটিফ থাকতে পারে।
৩. একটি কাহিনির মধ্যে যতগুলি মোটিফ থাকুক না কেন, প্রত্যেকটির নিজস্ব স্বাধীন বৈশিষ্ট্য থাকে।
৪. মোটিফগুলি স্থান-কালের প্রভাবকে অস্বীকার করে অপরিবর্তিত থাকে।
৫. অধিক সংখ্যক মোটিফের উপস্থিতি কাহিনিকে জটিল ও আকর্ষনীয় করে তোলে।
৬. মোটিফের গুনে কাহিনি গতিশীল হয়। মোটিফ শেষ হয়ে গেলে কাহিনিও থেমে যায়।
৭. মোটিফগুলি ঐতিহ্যের মধ্যে বেঁচে থাকে।
৮. মোটিফের সাহায্যে লোককথার অন্তর্মুখী অভিপ্রায়কে চিহ্নিত করা যায়।
৯. মোটিফ হল কাহিনির মধ্যে এমন কতকগুলি উপাদান, যার অসাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য থাকে। যেমন- 'রানীর সন্তানলাভ করা' মোটিফ নয়। কিন্তু 'সন্নাসীর দেওয়া দৈব ওষুধে রানীর সন্তানবতী হওয়া' অবশ্যই একটি মোটিফ।
১০. লোককথাগুলি একই সঙ্গে আঞ্চলিক ও বিশ্বজনীন। একমাত্র মোটিফ সূচির সাহায্যে বিশ্লেষণের মাধ্যমে লোকসমাজের মনের এই অন্তর্নিহিত অভিন্নতা ধরা পড়ে।

মোটিফ–ইনডেক্স অব ফোক–লিটারেচার গ্রন্থ অনুযায়ী মোটিফ সূচী

A. লোকপুরাণ		
A 0	A 99	সৃষ্টিকর্তা
A 100	A 499	দেবতা

A 500	A 599	উপদেবতা ও লৌকিক বীর
A 600	A 899	বিশ্বসৃষ্টিতত্ত্ব ও বিশ্বতত্ত্ব
A 900	A 999	বিশ্বের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যসমূহ
A 1000	A 1099	প্রাকৃতিক দুর্বিপাক
A 1100	A 1199	প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা – প্রতিষ্ঠা
A 1200	A 1699	মানুষের সৃষ্টি ও স্থিতি
A 1700	A 2199	জীবজন্তুর সৃষ্টি
A 2200	A 2599	জীবজন্তুর বৈশিষ্ট্য
A 2600	A 2699	গাছ-গাছালির সৃষ্টি
A 2700	A 2799	গাছ-গাছালির বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি

B জীবজন্তু		
B 0	B 99	লোকপৌরাণিক জীবজন্তু
B 100	B 199	ঐন্দ্রজালিক জীবজন্তু
B 200	B 299	মানবিকগুণ সম্পন্ন জীবজন্তু
B 300	B 599	বন্ধুভাবাপন্ন বা উপকারী জীবজন্তু
B 600	B 699	মানুষের সঙ্গে জীবজন্তুর বিয়ে
B 700	B 799	জীবজন্তুর অত্যাশ্চর্য গুণ

D ঐন্দ্রজালিকতা বা জাদু		
D 0	D 699	রূপান্তরকরণ বা আকৃতি পরিবর্তন
D 700	D 799	জাদুশক্তি থেকে মুক্ত হওয়া
D 800	D 1699	ঐন্দ্রজালিক বস্তুসমূহ
D 1700	D 2199	জাদুশক্তি ও তার প্রকাশ

C ট্যাবু বা বিধিনিষেধ		
C 0	C 999	বিধিনিষেধ

E মৃত		
E 0	E 199	পুনর্জীবন
E 200	E 599	ভূতপ্রেত ও অন্যান্য অশরীরী আত্মা
E 600	E 699	অবতারত্ব বা পুনরায় শরীর গ্রহণ
E 700	E 799	আত্মা

F অসাধ্য-সাধন		
F 0	F 199	অন্য বিশ্বে যাত্রা
F 200	F 699	বিচিত্র প্রাণী
F 700	F 899	অস্বাভাবিক স্থান বা বস্তু
F 900	F 1099	অস্বাভাবিক ঘটনা সমূহ

G রাক্ষস-খোক্ষস-দৈত্য-দানব-ডাইনি		
G 0	G 399	নানাবিধ দৈত্য ও ডাইনি
G 400	599	পরাভূত দৈত্য-দানব

H পরীক্ষা		
H 0	H 199	সনাক্তকরণ পরীক্ষা চিনতে পারা
H 200	H 499	বিবাহ-পরীক্ষা
H 500	H 899	চাতুর্যের পরীক্ষা
H 900	H 1199	পৌরুষের পরীক্ষা কার্যভার
H 1200	H 1399	সাহসের পরীক্ষা
H 1400	H 1599	অন্যান্য পরীক্ষা

J চালাক ও বোকা		
J 0	J 199	জ্ঞানার্জন ও রক্ষা
J 200	J 1099	চালাক ও বোকা স্বভাব
J 1100	J 1699	চালাকি
J 1700	J 1799	বোকামি

K প্রতারণা		
K 0	K 99	প্রতারণার দ্বারা প্রতিযোগিতায় জেতা
K 100	K 299	প্রতারণার দ্বারা লাভ
K 300	K 499	চুরি ও প্রতারণা
K 500	K 699	প্রতারিত করে মুক্তি পাওয়া
K 700	K 799	প্রতারিত করে বন্দি করা
K 800	K 999	সাংঘাতিক প্রতারণা
K 1000	K 1199	নিজের ক্ষতি করেও প্রতারণা করা
K 1200	K 1299	অপমানিত হয়েও প্রতারণা করা
K 1300	K 1399	প্রলোভিত করে বা প্রতারিত করে বিয়ে
K 1400	K 1499	প্রতারিতের সম্পত্তি বিনষ্ট

L ভাগ্যচক্র		
L 0	L 499	ভাগ্যচক্র

K 1500	K 1599	ব্যভিচারের সঙ্গে যুক্ত যে প্রতারণা
K 1600	K 1699	প্রতারক নিজেই নিজের ফাঁদে পড়ে
K 1700	K 1799	মিথ্যার দ্বারা প্রতারিত করা
K 1800	K 1899	ছদ্মবেশ বা ভ্রান্তির দ্বারা প্রতারণা
K 1900	K 1999	ভণ্ড প্রতারক
K 2000	K 2199	মিথ্যা অপবাদ
K 2200	K 2299	খলনায়ক ও বিশ্বাসঘাতক
K 2300	K 2399	অন্যান্য প্রতারণা

M ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা		
M 0	M 499	ভাগ্য বা নিয়তিকে বশে আনা

N অদৃষ্ট ও কপাল		
N 0	N 899	অদৃষ্ট ও কপাল

P সমাজ		
P 0	P 699	সমাজ

Q পুরস্কার ও শাস্তি		
Q 0	Q 599	পুরস্কার ও শাস্তি

R বন্দি ও পলাতক		
R 0	R 399	বন্দি ও পলাতক

S অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা		
S 0	S 499	অস্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা

T যৌনবিষয়ক		
T 0	T 699	যৌনবিষয়ক

U জীবন-প্রকৃতি		
U 0	U 299	জীবন-প্রকৃতি

V ধর্ম		
V 0	V 599	ধর্ম

W চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

W 0	W 299	চারিত্রিক গুণ বা বৈশিষ্ট্য

X হাসি-ঠাট্টা		
X 0	X 1799	হাসি-ঠাট্টা

Z বিভিন্ন মোটিফ		
Z 0	Z 99	সূত্র
Z 100	Z 199	সংকেতধর্মিতা
Z 200	Z 299	বীর
Z 300	Z 399	বিশেষ ব্যতিক্রম

স্টিথ টমসন মোটিফ সূচির মূল যে ভাগ করেছেন ‘A’ থেকে ‘Z’ পর্যন্ত, এই ২৩টি শ্রেণির বাইরে মানবজীবনকে কেন্দ্র করে আর কোন বিষয় হতে পারে না বলে মনে করেছেন। ‘0’ (জিরো)-র সঙ্গে ইংরেজি অক্ষর ‘O’ (ও) এর আকৃতিগত সামঞ্জস্য এবং ‘1’ (ওয়ান) এর সঙ্গে ইংরেজি অক্ষর ‘I’ (আই) এর সাদৃশ্যের কারণে ২৩টি শ্রেণির মধ্যে এই দুটিকে বাদ দেওয়া হয়েছে। শেষ মোটিফ ‘Z’ প্রকৃত পক্ষে বিভিন্ন মোটিফের সমাহার। তাই এর পূর্ববর্তী স্থান অর্থাৎ ‘Y’ কে ভবিষ্যতের কথা ভেবে খালি রাখা হয়েছে। তালিকাকে সম্প্রসারণের জন্য তিনি মূল ভাগগুলির অন্তর্গত মোটিফের সংখ্যায় দশমিক প্রথা ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছেন। ফলে কোন নতুন লোককথার মধ্যে নতুন মোটিফ আবিষ্কৃত হলে তাকেও অনায়াসে সে তালিকাভুক্ত করা যাবে।[১৩] এছাড়া স্টিথ টমসন এই সংখ্যার বিশেষত্ব সম্পর্কে বলেছেন—

> “A numbering system was devised, remotely similar to that used by the library of congress, so that the index can be indefinitely expanded at any point. Every motif has a number indicating its place in the classification. The details of the system are not difficult.”[১৪]

স্টিথ টমসন তাঁর মোটিফ সূচিতে ‘A’ থেকে ‘Z’ পর্যন্ত মোট ২৩টি প্রধান শ্রেণি নির্ধারণ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি মানব জীবনের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেছেন বলে বিশ্বাস করেন। তবে বর্তমান সমাজ ও সংস্কৃতির আলোকে এই শ্রেণিবিন্যাসের কিছু সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু সমাজের প্রেক্ষিতে বললে— জন্ম, বিবাহ ও মৃত্যু এই তিনটি বিষয়কে নিয়তি বা বিধাতার ইচ্ছার ফল বলে গণ্য করা হয়। ফলে আজও এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে সমাজে প্রচুর বিশ্বাস-সংস্কার, রীতি-নীতি ও আচরণবিধির প্রচলন রয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক ভাবে বলতে হচ্ছে, টমসন তাঁর মোটিফ শ্রেণিবিন্যাসে মৃত্যুকে ‘E’ শ্রেণির (E 0 থেকে E 799) মধ্যে বিশদভাবে অন্তর্ভুক্ত করলেও, জন্ম ও বিবাহের মতো গুরুত্বপূর্ণ মানবিক ঘটনা দুটির জন্য কোনও পৃথক শ্রেণি নির্ধারণ করেননি। তিনি এই বিষয় দুটিকে যৌনতা বিষয়ক ‘T’ শ্রেণির মধ্যে আলোচনা করেছেন। অথচ ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে যৌনতা, জন্ম ও বিবাহ— এই তিনটি বিষয় একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা স্বতন্ত্র সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক মাত্রা বহন করে। তাই বর্তমান সময়ের পরিবর্তিত বাস্তবতায় জন্ম, বিবাহ ও যৌনতা— এই তিনটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পৃথক মোটিফ শ্রেণি নির্ধারণ করার প্রয়োজন রয়েছে। কারণ এই তিনটি বিষয়কে ঘিরে রচিত লোককাহিনিগুলি শুধু সমাজের লোকঐতিহ্যের নিদর্শন নয়, বরং মানুষের অস্তিত্ববোধ, জীবনদর্শন ও সাংস্কৃতিক চেতনার অন্তর্নিহিত প্রকাশ বহন করে চলেছে।

আর্নে-টমসনের এই বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতি অনুসরণে সোভিয়েত ইউনিয়ন, রোমানিয়া, হাঙ্গেরি, আইসল্যান্ড, স্পেন, ও লিথুয়ানিয়ার মতো দেশগুলোতে লোককথার টাইপ ও মোটিফ সূচি প্রণীত হয়েছে। এইসব সূচির মাধ্যমে সংশিষ্ট দেশের লোককথাকে বৈজ্ঞানিকভাবে শ্রেণিবদ্ধ ও বিশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় লোককথার পরিভ্রমণতত্ত্বে বেশীরভাগ লোককথা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল বলে মনে করা হলেও ভারতের

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 54
Website: https://tirj.org.in, Page No. 445 - 455
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষার লোককথাগুলি সংগ্রহ করে এখনও পর্যন্ত টাইপ ও মোটিফ সূচি নির্ণয় করা হয়নি। তবে যেদিন কোন ভারতীয় গবেষক ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন ভাষায় ছড়িয়ে থাকা লোককথাগুলিকে নিবিড়ভাবে সংগ্রহ করে সুনির্দিষ্টভাবে টাইপ ও মোটিফ নির্ণয় করবে— সেদিন নিঃসন্দেহে এই পদ্ধতি আরও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। এছাড়া নতুন নতুন টাইপ ও মোটিফ সংযোজনের মাধ্যমে বিশ্বলোককথার ভাণ্ডার লাভ করবে এক নবতর দিগন্ত। টাইপ সূচি ও মোটিফ সূচি— এই দুটি পদ্ধতি নিঃসন্দেহে লোককথা তথা লোকসংস্কৃতির গবেষণায় এক যুগান্তকারী আবিষ্কার। তবে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে এই দুটি পদ্ধতির একটু যুগোপযোগী সংস্কারের প্রয়োজন। বিশেষত বহুভাষিক ও বহুসাংস্কৃতিক ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে লোককথার টাইপ ও মোটিফ শ্রেণিবিন্যাসে একাধিক বিষয় অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিবেচনা করা প্রয়োজন। কারণ এখানে প্রতিটি ভাষা ও সংস্কৃতির নিজস্ব লোকজ ধারাবাহিকতা, প্রতীকী ব্যঞ্জনা ও ভাবসম্পদের বৈচিত্র রয়েছে। যদিও টাইপ ও মোটিফ সূচি পদ্ধতির কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহের জায়গা নেই, তবুও বর্তমান যুগের বৈচিত্রময় সমাজ বাস্তবতা ও গবেষণার পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে এই পদ্ধতির আরও গভীর বিশ্লেষণ ও যুগোপযোগী সংস্কার প্রয়োজন। যদি এই পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা যায়— তাহলে শুধু ভারতীয় লোককথার চর্চার ক্ষেত্রে নয়, বিশ্বলোককথা গবেষণায় এক নতুন বিপ্লবের দ্বার উন্মোচিত হবে।

Reference:

১. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স,* গাঙচিল; মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা – ৭০০১১, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ২২
২. তদেব, পৃ. ১১
৩. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোককথার অন্তর্লোক,* পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ৭০০০০৯, আগষ্ট ২০০০, পৃ. ৩০
৪. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান,* পৃ. ১৪৭
৫. ইসলাম, মযহারুল, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,* ঢাকা বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৯৪
৬. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোককথার অন্তর্লোক,* পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ০৯, আগষ্ট ২০০০, পৃ. ৩৬
৭. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স,* গাঙচিল; মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা – ৭০০১১১, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ২৪
৮. তদেব, পৃ. ২৫
৯. তদেব, পৃ. ১১
১০. চট্টোপাধ্যায়, তুষার, *লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান,* পৃ. ১৪৭
১১. সেনগুপ্ত, পল্লব, *লোককথার অন্তর্লোক,* পুস্তক বিপণি; ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা – ০৯, আগষ্ট ২০০০, পৃ. ৩০
১২. ইসলাম, মযহারুল, *ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, পৃ. ২৯৩
১৩. মজুমদার, দিব্যজ্যোতি, *বাংলা লোককথার টাইপ ও মোটিফ ইনডেক্স,* গাঙচিল; মাটির বাড়ি, ওঙ্কার পার্ক, ঘোলা বাজার, কলকাতা – ৭০০১১১, নভেম্বর ২০১২, পৃ. ৩১
১৪. তদেব, পৃ. ৩২